শিবরাজবিজয়ম

মহাকবি অম্বিকাদত্তব্যাস কর্তৃক বিরচিত "শিবরাজবিজয়ম" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসটি তিনটি বিরামে বিভক্ত | প্রত্যেকটি বিরাম আবার চারটি করে নিশ্বাসে (অধ্যায়) বিভক্ত | এভাবে সম্পূর্ণ উপন্যাসটিতে মোট তিনটি বিরাম এবং বারোটি নিশ্বাস আছে | শিবরাজবিজয়ের প্রারম্ভ হয়েছে শ্রীমদ্ভগবতপুরাণে দুটি সূক্ত দিয়ে | যেটি দেবতাবাচক এবং বস্তুনির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ প্রতীত হয়েছে | তারপর মূলকথাভাগ শুরু হয়েছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কর্তৃক সনাতন ধর্মরক্ষার জন্য সংস্থাপিত এক আশ্রমের সূর্যোদয়ের বর্ণনা দিয়ে | আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের গুরুদেব এবং ব্রহ্মচারীদ্বয়ের (গৌরসিংহ এবং শ্যামসিংহ) কথোপকথনে গতরাত্রিতে সংঘটিত বিজাপুরের সুলতান শায়েস্তা খানের গুপ্তচর যবনযুবকের দ্বারা সাত বছর বয়স্কা ব্রাহ্মণ কন্যার (সৌবর্ণীর) অপহরণের ঘটনা জানা যায় | সেই যবনযুবককে আশ্রমের শিষ্য গৌরসিংহ তার চন্দ্রহাস তরবারি দিয়ে মাথা কেটে হত্যা করে এবং শিবাজীর সন্ধির শর্তে রাজী করে তাকে বন্দী বানানোর পরিকল্পনা মৃত যবন যুবকের কাছ থেকে প্রাপ্ত গুপ্তপত্র থেকে জানা যায় | শিবাজী মহারাজের সাম্রাজ্য বিস্তারে শায়েস্তা খান ক্রুদ্ধ হয়ে আফজল খান নামক সেনাপতিকে মহারাষ্ট্রে পাঠালেন | আফজল খান ভীমানদীর তটে নিজের শিবির স্থাপন করেন | তিনি শিবাজীকে বন্দী বানাতে চেয়েছিল | কিন্তু পূর্বে প্রাপ্ত গুপ্তপত্রের মাধ্যমে শিবাজী আফজল খানের এই পরিকল্পনা জেনে গিয়েছিলেন | শিবাজী গৌরসিংহকে তানরঠ নামক গায়কের ছদ্মবেশে আফজল খানের শিবিরে পাঠিয়ে সেখানে শিবাজীর বীরত্বের কথা শুনিয়ে সম্পূর্ণ সৈন্যদের মধ্যে ভয়ের

সঞ্চার করে | তখন বিজাপুরের সন্ধিবার্তা বাহক গোপিনাথের মাধ্যমে শিবাজী আফজল খানকে মধ্যস্থতার জন্য প্রতাপগড় দুর্গে আমন্ত্রণ জানান | শিবাজী লোহার জাল বর্ম পরেও বাঘনখ নামে ধারলো অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান | আফজল খান আলিঙ্গনের ছলে দমন করতে গেলে শিবাজী বাঘনখের সাহায্যে আফজল খানকে হত্যা করেন এবং সমস্ত সেনাকে বন্দী করেন | আশ্রমের দুই শিষ্য (গৌরসিংহ এবং শ্যামসিংহ) যে ব্রাহ্মণ কন্যাকে রক্ষা করেছিল, সেই ব্রাহ্মণ কন্যার সংরক্ষক পণ্ডিত দেব শর্মা আশ্রমে আসার পর জানা যায় যে, এই ব্রাহ্মণ কন্যা গৌরসিংহ এবং শ্যামসিংহের বোন সৌবর্ণী এবং বৃদ্ধব্রাহ্মণ দেবশর্মা তাদেরই কুলোপুরোহিত | এই ঘতনার পর আশ্রমের গুরুদেবের আদেশে গৌরসিংহ তার নিজের পূর্ব জীবনের পূর্ণ বৃত্তান্ত সকলকে শোনাতে লাগলেন - সে বলল যে তারা তিনজন (গৌরসিংহ, শ্যামসিংহ এবং সৌবর্ণী) উঅদয়পুরের জায়গীরদার খড়্গসিংহের পুত্র-কন্যা ছিল | বাল্যকালে মাতাপিতার মৃত্যুর কারণে তারা তাদের কুলপুরোহিত দেবশর্মার নিকট লালিত-পালিত হতে থাকে | একদা দুই ভাই শিকার করার জন্য বনের মধ্যে গমন করলে সেখানে দস্যুরা তাদের দুই ভাইকে বন্দী করে ফেলে | সেখান থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে তারা হনুমান মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সহায়তায় কোঙ্কন (মহারাষ্ট্র) ক্ষেত্রে পৌছায় | সেখানে ভীমানদীর তীরে তাদের সাক্ষাত বীর শিবাজীর সঙ্গে ঘটে এবং তখন থেকেই তার দুই ভাই এই আশ্রমে থাকতে শুরু করে | এরপর মহারাষ্ট্রসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে যবনদের অত্যাচার দিন দিন বাড়তে থাকায় শিবাজী শায়েস্তা খানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন | এই যুদ্ধের পরিণাম জানার জন্য শিবাজী আপন বিশ্বসনীয় দূত রঘুবীর সিংহকে তোরণদূর্গে পন্ডিত দেবশর্মার কাছে পাঠালেন | রঘুবীর

সিংহ ঝড়-বৃষ্টিকে প্রতিহত করে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে কোনোক্রমে তোরণদূর্গে পৌছালেন | এখানে সৌবর্ণীর সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটে | প্রথম দর্শনেই উভয়ে একে অপরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন | তারপর পন্ডিত দেবশর্মা হনুমান মন্দিরে সৌবর্ণীর দ্বারা রঘুবীর সিংহকে মোদকের প্রসাদ দিয়ে এবং মালা পরিয়ে রাত্রিতে দেখা স্বপ্ন সকালে শোনাতে বললেন | সকালে রঘুবীর সিংহের স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী পণ্ডিত দেবশর্মা শিবাজীকে যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের ভবিষ্যতবাণী করলেন | এরপর রঘুবীর সিংহ
তোরণ দূর্গ থেকে পুনরায় সিংহদূর্গের জন্য প্রস্থান করলেন | এরপর কথাভাগে শিবাজীর দ্বারা যবনদের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রামের ঘটনা তথা শেষে শিবাজীর বিজয়ের বর্ণনা করা হয়েছে | এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক কথাবস্তুর সাথে কবি কিছু কাল্পনিক পাত্রের এবং ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন | তবে মুখ্যত নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি শিবাজীবিজয়ের কথাভাগে আলোচিত হয়েছে -

1. শিবাজীর দ্বারা আফজল খানের বধ |
2. শিবাজীর দ্বারা শায়েস্তা খানের পুনা স্থিত নিবাস আক্রমণ |
3. ভূষণ কবির সাথে শিবাজীর সাক্ষাত |
4. শিবাজীঅ দ্বারা শাহজাদা মুয়াজ্জেমকে বন্দী করা তথা ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশন আরার শিবাজীর প্রতি প্রবল প্রেম প্রসঙ্গ |
5. শিবাজী কর্তৃক সুরাট নগর জয়লাভ |
6. শিবাজী এবং জয়সিংহের যুদ্ধ ও সন্ধি |
7. শিবাজীর ঔরঙ্গজেবের রাজদরবারে উপস্থিতি ও বন্দী |
8. শিবাজীর পুনরায় মহারাষ্ট্রে ফিরে আসা এবং পরবর্তী ঘটনা |

এইসব মুখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে উপকথারূপে রঘুবীর সিংহ ও সৌবর্ণীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে | এই উপকথার সঙ্গে আর একটি উপকথাকেও কবি অম্বিকাদত্তব্যাস রাষ্ট্রভক্তির প্রেরণা দানের জন্য সংযুক্ত করেছেন | যেখানে গৌরসিংহ এবং বীরেন্দ্রসিংহ নামক দুজন অসাধারণ রাষ্ট্রভক্ত রাজপুত যুবকের চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছে | বীরেন্দ্রসিংহ জয়পুরের রাজপরিবারের সদস্য হয়েও মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য শিবাজীর দ্বারা সনাতন ধর্মরক্ষার জন্য সংস্থাপিত আশ্রমে ব্রহ্মচারীদের গুরুদেবরূপে উত্কৃষ্ট রাষ্ট্রকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে গৌরসিংহ, শ্যামসিংহ প্রমুখ শিষ্যদের সনাতনধর্মের রক্ষা এবং স্বাধীনতা মাভের জন্য সর্বদাই অনুপ্রেরণা ও উত্সাহ দান করেছেন |